৮

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সচলতা
Social Stratification and Mobility

সব সমাজেই অসমতা বিদ্যমান। সমাজে অসমতা তৈরী হয় ক্ষমতা, মর্যাদা ও বিত্তের ভিত্তিতে। এই অসমতার কাঠামোগত রূপই হল স্তরবিন্যাস। স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে অসমতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মধ্যে ক্রমোচ্চ স্তর সৃষ্টি করে। প্রাচীনত্ব, সর্বব্যাপীতা, সামাজিকভাবে বিন্যস্ততা, বহুরূপীতা ও সুদূর প্রসারী প্রভাব হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজভেদে স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। শিকার ও সংগ্রহ সমাজ, উদ্যান-কৃষি সমাজ, কৃষি সমাজ এবং শিল্পসমাজে স্তরবিন্যাসের ধরনের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। সমাজে স্তরবিন্যাস কেন ঘটে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস ও উইলবার্ট মুর এবং কার্ল মার্কস্ স্তরবিন্যাসের কারণ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার স্তরবিন্যাসকে ক্ষমতার সামাজিক বন্টন হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে সামাজিক পরিসরে ক্ষমতার প্রকাশ মর্যাদা বা সম্মানের ভিতর যা মর্যাদা-গোষ্ঠী তৈরী করে।

পরবর্তীকালের সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস এবং ছোট জাতিগোষ্ঠীর ৎদভধডর্ধহ উপর।

আদিম থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত সব সমাজেই স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। এর মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হল জাত-বর্ণ প্রথা, দাস প্রথা, এস্টেট-ব্যবস্থা ও শ্রেণী। স্তরবিন্যাসের একটি প্রাচীন ধরন হল জাত-বর্ণ প্রথা যা ভারত ও হিন্দু ধর্মে লক্ষ্যণীয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দাস প্রথা বিস্তার লাভ করেছিল। এস্টেট ব্যবস্থা ইউরোপীয় সামন্তবাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আর আধুনিক সমাজে স্তরবিন্যাসকে বলা হয় শ্রেণীব্যবস্থা।

সামাজিক সচলতার ভিতর দিয়ে মানুষ এক শ্রেণী বা স্তর থেকে অন্য শ্রেণী বা স্তরে চলে আসে। এর এক ধরনের ভাগ হচ্ছে উলম্ব ও আনুভূমিক সচলতা। তাছাড়া আন্তঃপ্রজন্ম সচলতা সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে দেখা হয় একজন মানুষের জীবনের দু'টি বিন্দুতে শ্রেণীগত পরিবর্তন ঘটেছে কিনা।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- পাঠ -১: সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা
- পাঠ - ২: সামাজিক স্তরবিন্যাসের অবয়ব
- পাঠ - ৩: সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন
- পাঠ - ৪ : সামাজিক সচলতা

পাঠ-১

সামাজিক স্ত রবিন্যাসের ধারণা
Social Stratification : Concepts and Definitions

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের ধারণা*
- *সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য*
- *বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রূপ*
- *সামাজিক স্তরবিন্যাসের তত্ত্ব*

ভূমিকা

মানব সমাজে অসমতা চিরন্তন। আমাদের জানা এমন কোন সমাজ নেই যেখানে অসমতা নেই। প্রতিটি সমাজে ক্ষমতা, মর্যাদা এবং বিত্ত বা এর যে কোন একটির ভিত্তিতে অসমতা তৈরি হয়ে যায়। সামাজিক অসমতার কাঠামোগত রূপকে আমরা স্তরবিন্যাস বলি যার ফলে সমাজের গোষ্ঠীগুলো সোপানক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়ে যায়।একটি গোষ্ঠীর উপরে থাকে আরেকটি গোষ্ঠী। প্রতিটি গোষ্ঠীর থাকে জীবনযাত্রায় বিশেষ রীতি, বিশেষ জীবন সম্ভাবনা এবং গোষ্ঠী চেতনা। সমাজে অধিকাংশ দ্বন্দ্ব তৈরী হয় ক্ষমতার এই অসম বন্টন থেকে।

সামাজিক অসমতা

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায় মানুষ একে অপর থেকে নানাভাবে ভিন্ন। আমরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ আমাদের বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করি যা কখনও বৈরী, কখনও অনুকূল। প্রতিটি সমাজ এবং সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্নভাবে মানুষের জন্য সুযোগ এবং সুবিধা তৈরি করে দেয়।

> Human beings differ from each other in many different ways. We have different external characteristics and circumustances. We begin life with different endowments of inherited wealth and liabilities. We live in different natural environments — some more hostile than others. The societies and the communities to which we belong offer very different opportunities as to what we can or can not do. The epidemiological factors in the region in which we live can profoundly affect our health and well-being .

> But in addition to these differences in natural and social enviornments and external characteristics, we also differ in our personal charactertstics (e.g. age, sex, physical and mental abilities). And these are important for assessing inequality. For example, equal incomes can still leave much insquality in our ability to do what we would value doing. A disabled person cannot function in the way an ablebodied person can, even if both have exactly the same income. Thus, inequality in terms of one variable (e.g. income) may take us in a very different direction from inequality in the space of another variable (e.g. functioning ability or well-being).

সামাজিক অসমতা বলতে সমাজবিজ্ঞানীরা বোঝেন সামাজিক পুরস্কার যেমন, বিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রভৃতিতে মানুষের সমান প্রবেশাধিকার না থাকা। স্মেলসারের মতে,

"Inequality refers to the condition in which people don't have equal access to social rewards, such as, money, power and prestige."

আর সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে অসমতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সমাজের মানুষের মধ্যে ক্রমোচ্চশীলতার স্তর সৃষ্টি করে যায়।

"Stratification is one social mechanism through which inequality is perpetuated over generations, producing a hierarchical strata of people in society"

Neil J. Smelser.

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায়ই ম্যাক্স ভেবারের মর্যাদা গোষ্ঠী Status Group-এর ধারণা অনুযায়ী প্রাক-শিল্প যুগের স্তরবিন্যাসকে চিহ্নিত করে থাকেন। কতিপয় ব্যক্তি যারা সুনির্দিষ্ট মাত্রায় সামাজিক মর্যাদা ও স্বতন্ত্র জীবনধারা ভোগ করেন এবং সমাজস্থ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন, তারাই হল একটি মর্যাদাগোষ্ঠী। বর্ণ ও এস্টেট হল মর্যাদা গোষ্ঠীর উদাহরণ। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই প্রত্যয়টিকে আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকেন।

অসমতা, স্তরবিন্যাস ও শ্রেণী : উদাহরণ

অসমতা : মফিজ নামে একজন কৃষক জমি থেকে ভাল শস্য পেয়ে অধিক পরিমাণে জমি ক্রয় করে এবং চাষযোগ্য জমিকে বিস্তৃত করে। রমজান নামের অপর এক কৃষকের বন্যার ফলে শস্যহানি ঘটে এবং বেঁচে থাকার প্রয়াসে সে জমি বিক্রয় করে।

- এই দুই কৃষকের মধ্যে উচ্চ মাত্রায় অসমতা বিরাজ করছে।

স্তরবিন্যাস : কৃষক মফিজ তার সন্তানের জন্য উত্তারাধিকারসূত্রে জমি রেখে যায়। অন্যদিকে কৃষক রমজানের সন্তানরা হয়ে যায় ভূমিহীন।

শ্রেণী : কৃষক মফিজের সন্তানরা গ্রামের ধনী কৃষকে পরিণত হয় এবং তারা ভূমিহীনদের তুলনায় অনেক উঁচু অবস্থানে থেকে ভূমিহীনদের লভ্যাংশের ভিত্তিতে জমি বর্গা দেয়। ভূমিহীনরা লক্ষ্য করলো যে তারা উৎপাদিত শস্যের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় দলগত অবস্থান Group Feeling নিয়ে ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধাচারণ করলো।

অসমতা কি সর্বজনীন

সব সমাজে কি অসমতা বিরাজ করে ? জাঁ জ্যাক রুশো মনে করতেন প্রকৃতির রাজ্যে কোন অসমতা ছিল না। অসমতা সৃষ্টি হয় সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশের প্রক্রিয়ায়– সম্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং আইনের দ্বারা।

It follows from the survey that, as there is hardly any inequality in the state of nature, all the inequality which now prevails owes its strength and growth to the development of our facilities and the advance of the human mind, and becomes at last permanent and legitimate by the establishment of property and laws.

কার্ল মার্কস্ মনে করতেন আদিম সমাজ ছিল সাম্যবাদী। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন আদিম এবং সরল সমাজে অসমতা বিরাজ করে। গুণার লান্ডমান Gunner Landman পাপুয়া নিউগিনির কিআই Kiwai উপজাতির উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন তাদের মধ্যে সাধারণভাবে সমতা রয়েছে। তিনি দেখলেন এই সমাজে কোন ব্যক্তি মালিকানা নেই, কাজের প্রকৃতির মধ্যে তারতম্য নেই, কেউ অন্যের অধীনে কাজ করে না। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী দেখলেন, যে লোক আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজন করতে পারে তার মর্যাদা বেশি। যারা যোদ্ধা, যে শিকার করতে পারে এবং যাদু জানে তাদের সম্মান বেশি। অসুস্থ্য এবং অবিবাহিত বা কর্মহীন যুবকদের মর্যাদা কম। নারীদেরও মর্যাদা কম।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক স্তরবিন্যাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীরা এ প্রত্যয়টির উপর বেশ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানী টিউমিন এর মতে বৈশিষ্ট্যগুলো হল- প্রাচীনত্ব, সর্বব্যাপিতা, সামাজিক ধরন, বহুরূপীতা এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাচীনত্ব

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুযায়ী প্রাচীন সমাজের মানুষ এমনকি ক্ষুদ্র যাযাবর ব্যান্ড Band গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরবিন্যাস উপস্থিত ছিল। ঐ আদিম অবস্থায় বয়স ও লিঙ্গ উভয়ই এবং একই সাথে দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ছিল স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ধারণা করা হয় যে দুই হাজার বছর পূর্বেই স্তরগুলো ক্রমোচ্চভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। চীন, ভারত ও আফ্রিকা এবং একই সাথে ইউরোপ ও নতুন বিশ্বের New World ক্ষেত্রে তা ছিল বাস্তবিকই সত্য।

স্তরবিন্যাসের সর্বব্যাপিতা

স্তরবিন্যাসের সমগ্র বিশ্বজোড়া রূপে ধনী-দরিদ্র, শক্তিমান, দুর্বল, মর্যাদাবান ও মর্যাদাহীনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশেই এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও স্তরায়ন রয়েছে। অনক্ষর সমাজেও স্তরবিন্যাস উপস্থিত রয়েছে। সামাজিকভাবে নির্দেশিত অসাম্য নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত-বয়স্ক ও শিশুর মধ্যেও রয়েছে। বয়স ও লিঙ্গ ছাড়াও ক্ষমতা, সম্পত্তি ও মর্যাদার মত মানদন্ডের উপর স্তরবিন্যাসের সর্বজনীন কাঠামো নির্ভর করে।

স্তরবিন্যাসের সামাজিক ধরন

মানুষের দৈহিক এবং বুদ্ধিমত্তার ভিন্নতা অসমতা সৃষ্টির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, অসমতার যথার্থ রূপ আমরা দেখতে পাই সমাজে যেভাবে মানুষ ক্ষমতা, বিত্ত ও মর্যাদার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চভাবে সজ্জিত হয় তার মধ্যে অসমতা এবং স্তরবিন্যাস পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সমাজের মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধ সামাজিক পুরস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজে যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা প্রথা, নিয়ম এবং আইনের মাধ্যমে অসমতাকে টিকিয়ে রাখতে বা বৃদ্ধি করতে পারে।

- ❐ অসমতা ও স্তরবিন্যাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়। জাত-বর্ণ প্রথায় ব্রাহ্মণ জন্ম জন্ম ধরে ব্রাহ্মণ থেকে যায়। সমাজে যারা ধনী এবং ক্ষমতাবান তারা তাদের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীগত অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে।
- ❐ বহুরূপীতা সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের রূপ কাল এবং স্থান ভেদে বিভিন্ন হয়। সমাজবিজ্ঞানী লেনস্কি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল।

নিম্নে স্তরবিন্যাসের ফলাফল অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে-

বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রূপ

সমাজবিজ্ঞানী গেরহার্ড লেনস্কী Gerhard Lenski বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রূপ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শিকার এবং সংগ্রহ সমাজে অসমতা সবচেয়ে কম। এই ধরনের সমাজে কাজের বিভাজন হয় বয়সের ভিত্তিতে। মর্যাদার ভিত্তিতে অসমতা নিরূপিত হয়– যেমনটি ঘটে পাপুয়া নিউগিনির কিইওয়াই উপজাতির মধ্যে।

উদ্যান-কৃষি সমাজ

এই ধরনের সমাজে অসমতা কিছুটা বেশি। মর্যাদার ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি হয়ে যায়। এরা হচ্ছে বিগম্যান বা গোষ্ঠীপতি। এদের উৎপাদনের উপায় বা অন্যের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জমির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে গোত্রের। অতিরিক্ত খাদ্য সবার মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়। তবে বিতরণে অসমতা লক্ষ্য করা যায়।

কৃষি সমাজ

অসমতা তীব্রতম হচ্ছে কৃষি সমাজে। সম্রাট, রাজা, পুরোহিত, সামন্তপ্রভু এবং আমলাতন্ত্র কৃষি সমাজে যে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে তা আত্মসাৎ করে। শাসক শ্রেণীর হাতে থাকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। ভূমিদাস এবং দাসত্ব প্রথাও এই সমাজে বিরাজ করে। কৃষি সমাজে স্তরবিন্যাসের তারতম্য ব্যাপক। ইউরোপের সামন্ততন্ত্র, ভারতের কৃষি সমাজ বা আফ্রিকার কৃষি সমাজ সহজে তুলনীয় নয়।

শিল্প সমাজ

শিল্প সমাজে অসমতা কমে আসে। এর প্রধান কারণ শিল্প সমাজে রাজনৈতিক সমতা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা জটিল রূপ গ্রহণ করে। সাধারণভাবে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়। সামাজিক সচলতা ব্যাপক, যদিও তা বর্ণ, ধর্ম এবং লিঙ্গের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

- ❐ স্তরবিন্যাসের ফলাফল প্রধানত: চারটি ক্ষেত্রে দেখা যায়-জীবন সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠান, জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধ। সমাজের প্রতিটি স্তরের জীবন সম্ভাবনা ভিন্ন থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর ছেলে বা মেয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বা উঁচু প্রশাসনে যাওয়া সহজ নয়। এর কারণ সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার এবং পারিবারিক মূল্যবোধ মধ্যশ্রেণীর পরিবার এবং পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে ভিন্ন।

প্রতিটি শ্রেণীর জীবনযাত্রা Life Style ভিন্ন। তবে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা অসমতার তিনটি ফলাফলের দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন- যা হল দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং ক্ষমতাহীনতা।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের তত্ত্ব

সমাজে কেন স্তরবিন্যাস তৈরি হয় এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস Kingsley Davis এবং উইলবার্ট মুর Wilbert E. Moore সামাজিক স্তরবিন্যাসের সর্বজনীনতা এবং ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজের জন্য একটি জরুরী কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থানে মানুষের ভূমিকা পালন কিভাবে নিশ্চিত করা যায়। এর জন্যে দু'টি জিনিষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রয়োজন হয় সমাজে অবস্থানগুলো পূরণ করার এবং ভূমিকা পালনের জন্য প্রেষণা তৈরি। সমাজে অবস্থানগুলোর গুরুত্ব বা অবস্থানগুলোর সাথে যুক্ত কাজগুলো একই রকম না হওয়ায় অবস্থানগুলোতে যাওয়া এবং ভূমিকা পালনের জন্যে পৃথকীকৃত পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে অবস্থানের জন্য যত বেশি প্রশিক্ষণ দরকার সেই অবস্থানের জন্য তত বেশি পুরস্কার থাকে। ফলে সমাজে পুরস্কারের ভিন্নতার জন্য স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি হয় এবং টিকে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী মেলভিন টিউমিন Melvin M. Tumin ডেভিস-মুর-এর তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজের অবস্থান বা ভূমিকায় তুলনামূলক গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করবার সুযোগ দেয় না, কেননা প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকে সীমাবদ্ধ। বরং যারা উঁচু অবস্থানে থাকে তারা পদগুলোকে নিজস্ব শ্রেণীর মধ্যে রাখার চেষ্টা করে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজে কেন স্তরবিন্যাস তৈরি হয় এবং টিকে থাকে তা নিয়ে কার্ল মার্কস্ যে ধ্রুপদী তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তা এখনও আলোচনার দাবী রাখে।

মার্কস্ -এর মতে আদিম সাম্যবাদী সমাজে স্তরবিন্যাস ছিল না এবং স্তরবিন্যাস সমাজের জন্য অপরিহার্য নয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং মানুষের শ্রেণীগত সচেতনতা এক সময়ে উন্নত সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি করবে। স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয় শ্রমবিভাজন , উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং সম্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তৈরির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। মার্কস্ -এর মতে যখন সমাজে উৎপাদনের উপায়ের উপর একটি শ্রেণীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি হয়ে যায়। সমাজে একটি শ্রেণী যেমন মালিক শ্রেণীতে পরিণত হয় তেমনি অন্য শ্রেণীটি হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কেননা স্বাধীনভাবে উৎপাদনের কোন সুযোগ তাদের থাকেনা। শ্রেণী ব্যবস্থার বিকাশ আমরা প্রথম দিকে দেখি প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে- দাস সমাজের উদ্ভবের মাধ্যমে। দাস সমাজের প্রধান দু'টি শ্রেণী হচ্ছে দাসপ্রভূ এবং দাস। দাসপ্রথা থেকে সৃষ্টি হয় সামন্ত সমাজে। সেখানে আবার আমরা দেখি সামন্তপ্রভু বা ভূমির মালিক এবং ভূমিদাস, যে সামন্তপ্রভূর জন্যে উৎপাদন করে। ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্য

আহরণ করে বিশাল সম্পদ সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণী হচ্ছে মূলধনের মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণী যারা শ্রম শক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকে তারা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী।

প্রতিটি শ্রেণী প্রথম পর্যায়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। তারা উৎপাদন শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি শ্রেণীর উৎপাদন শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট সীমা থাকে। এই সীমায় পৌঁছে গেলে শ্রেণী রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। সামন্তপ্রভুর পক্ষে শিল্প সমাজের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সমাজের উৎপাদন শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন শ্রেণীর। বিরাজমান শ্রেণীগুলো দ্বন্দ্ব এবং ধ্বংস স্তুপ থেকে জন্ম নেয় নতুন শ্রেণী। সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাসদের পতনের ভিতর থেকেই ষোড়শ শতাব্দীতে সৃষ্টি হতে শুরু করে বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণী।

ঐতিহাসিক নিয়মে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সবচেয়ে তীব্র হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে। এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে মার্কস্ -এর শ্রেণীর দু'টি রূপের মধ্যে বিভাজন। তিনি দেখিয়েছেন বাস্তব শ্রেণী Class-in-itself এবং সচেতন শ্রেণী Class-for-itself ভিন্ন। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণী তাদের সাধারণ শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বুর্জোয়া শাসনকে উৎখাত করার জন্য সচেতন শ্রেণী হিসাবে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়াদের উৎখাত করে এবং উৎপাদনের মালিকানার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এভাবে দ্বন্দ্ব-মুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হয়।

সারাংশ

সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সামাজিক অসমতার কাঠামোগত রূপ যার ফলে সমাজের গোষ্ঠীগুলো সোপানক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়ে থাকে। আর সামাজিক অসমতা হল সামাজিক পুরস্কার যেমন, বিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রভৃতিতে মানুষের সমান প্রবেশাধিকার না থাকা। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই অসমতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মধ্যে ক্রমোচ্চশীলতার স্তর সৃষ্টি করে থাকে। ম্যাক্স ভেবারের মর্যাদাগোষ্ঠীর ধারণা অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাক-শিল্প স্তরবিন্যাসকে প্রায়ই চিহ্নিত করে থাকেন। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ প্রত্যয়টিকে আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকেন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রথমত: সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রাচীনত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুযায়ী প্রাচীন সমাজস্থ মানুষ এমনকি ক্ষুদ্র যাযাবর ব্যান্ড গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরবিন্যাস উপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক স্তর বিন্যাসের সর্বব্যাপিতা। দেখা যায় সমস্ত বিশ্ব প্রত্যেক দেশেই এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও স্তরায়ন রয়েছে। তৃতীয়ত: অসম স্তর বা বিন্যাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়। চতুর্থত: সামাজিক অসমতা ও স্তর বিন্যাসের রূপ কাল এবং স্থানভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। পঞ্চমত : স্তর বিন্যাসের ফলাফল প্রধানত: জীবন সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠান, জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধ-এ চারটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়।

বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রয়েছে বিভিন্ন রূপ। গেরহার্ড লেনস্কীর মতানুযায়ী শিকার ও সংগ্রহ সমাজে অসমতা সবচেয়ে কম। উদ্যান কৃষি সমাজে অসমতা কিছুটা বেশি। এখানে মর্যাদার ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তৈরি হয়ে যায়। অসমতা তীব্রতম হচ্ছে কৃষি সমাজে। এখানে শাসক শ্রেণীর হাতে থাকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। সম্রাট, রাজা, পুরোহিত, সামন্তপ্রভু ও আমলাতন্ত্র কৃষি সমাজে যে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে তা আত্মসাৎ করে। তবে শিল্প সমাজে রাজনৈতিক সমতা তৈরি হয়ে যায় বলে অসমতা কমে আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক অসমতা সুদৃঢ় থাকে এবং তা জটিল রূপ পরিগ্রহ করে।

সমাজে স্তরবিন্যাস কেন তৈরি হয় এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস ও উইলবার্ট মুর সামাজিক স্তরবিন্যাসের সর্বজনীনতা ও ভিন্নতাকে দেখেছেন ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধারণা অনুযায়ী সমাজের জন্য একটি জরুরী কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থানে মানুষের ভূমিকা পালন কিভাবে নিশ্চিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে যে অবস্থানের জন্য যত বেশি প্রশিক্ষণ দরকার সেই অবস্থানের জন্য তত বেশি পুরস্কার থাকে। ফলে পুরস্কারের ভিন্নতার জন্য স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি হয় এবং টিকে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী টিউমিন ডেভিড-মুরের তত্ত্বের সমালোচনায় বলেন সমাজের অবস্থান বা ভূমিকায় তুলনামূলক গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকায় স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করার সুযোগ প্রদান করে না।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিম সাম্যবাদী সমাজে স্তরবিন্যাস ছিল না। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর বিন্যাস সৃস্টি হয় এবং মানুষের শ্রেণীগত সচেতনতা এক সময়ে উন্নত সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি করবে। শ্রমবিভাজন, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এং সম্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তৈরির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়। মার্কস্ মনে করেন যখন সমাজে উৎপাদনের উপায়ের উপর একটি শ্রেণীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কে মনে করতেন আদিম সমাজ ছিল সাম্যবাদী?
   ক. কার্ল মার্কস্ খ. ম্যাক্স ভেবার
   গ. ভিলফ্রেডো পারেতো ঘ. উপরের সবাই

২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল-
   ক. প্রাচীন ও সর্বব্যাপী খ. বহুরূপী
   গ. সামাজিকভাবে বিন্যস্ত ঘ. উপরের সবগুলো

৩. বিগম্যান বা গোষ্ঠীপতি কোন সমাজে লক্ষণীয়?
   ক. শিকার-সংগ্রহ সমাজ খ. উদ্যান কৃষি সমাজ
   গ. কৃষি সমাজ ঘ. শিল্প সমাজ

৪. নিচের কে মনে করেন সমাজের অবস্থান বা ভূমিকায় তুলনামূলক গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্ভব নয়?
   ক. কিংসলি ডেভিস ও উইলবার্ট মুর খ. মেলভিন টিউমিন
   গ. কার্ল মার্কস্ ঘ. উপরর কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস কি ?

২. মানব সমাজ কেন স্তরবিন্যস্ত ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝেন ? সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

২. বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রূপগুলো কি? বিশ্লেষণ করুন।

৩. সামাজিক স্তরবিন্যাসের তত্ত্বগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সামাজিক স্ত রবিন্যাসের অবয়ব

Dimensions of Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন অবয়বের ধারণা*
- *মর্যাদা গোষ্ঠী ও শ্রেণীগত স্তরায়নের ধারণা*
- *বৃটেনে শ্রেণী কাঠামোর বিন্যাস*
- *লিঙ্গ ভিত্তিক স্তরবিন্যাস*
- *বয়স ভিত্তিক স্তরবিন্যাস*
- *এথনিসিটি*

ভূমিকা

সমাজে শ্রেণী কিন্তু স্তরবিন্যাসের একটি মাত্র রূপ নয়। ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার স্তরবিন্যাসকে দেখেছেন ক্ষমতার সামাজিক বন্টন হিসাবে । ক্ষমতার বন্টন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে সম্পদ বা বিশেষ করে সম্পত্তির ভিতর দিয়ে। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তা তৈরি করে শ্রেণী। সামাজিক পরিসরে ক্ষমতার প্রকাশ মর্যাদা বা সম্মানের ভিতর যা মর্যাদা গোষ্ঠী তৈরি করে। ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রকাশ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের মধ্যে।

পরবর্তীকালের সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনায় রাজনৈতিক দল স্তরবিন্যাসের একটি অবয়ব হিসাবে বিবেচিত হয়নি। ভেবারের শ্রেণীর ধারণাটিও পরবর্তীকালে তেমন আর ব্যবহার হয়নি। ভেবারের সবচেয়ে বড় অবদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তাঁর মর্যাদাগোষ্ঠীর ধারণা। পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে স্তরবিন্যাসের তিনটি ভিন্ন বিষয়ের উপর। এগুলো হচ্ছে লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক স্তরবিন্যাস এবং এথনিসিটি।

রাজনৈতিক দল, মর্যাদাগোষ্ঠী এবং শ্রেণী

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের মতে স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয় ক্ষমতার অসম বন্টনের ফলে। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অসম বন্টন আমরা লক্ষ্য করি তিনটি ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমরা ক্ষমতার সরাসরি এবং রাজনৈতিক প্রকাশ দেখতে পাই। সমাজের পরিসরে সম্মান বা মর্যাদার যে অসম প্রকাশ তা বিরাজ করে মর্যাদাগোষ্ঠীর ভিতরে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে সম্পত্তির বিন্যাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে শ্রেণী।

মর্যাদাগোষ্ঠী

সমাজে মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি স্তরকে একটি মর্যাদাগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মর্যাদাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বিশেষ জীবন-রীতি Life Style। মর্যাদাগোষ্ঠীর সদস্যরা অন্য গোষ্ঠীর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রাখে।

মর্যাদাগোষ্ঠী হচ্ছে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের স্তরবিন্যাসের রূপ। জাত-বর্ণ প্রথা বা মধ্যযুগে ইউরোপের এস্টেট ব্যবস্থা মর্যাদাগোষ্ঠীর প্রধান রূপ।

শ্রেণী

ম্যাক্স ভেবার শ্রেণী প্রত্যয়টি সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্য। তাঁর শ্রেণীর সংজ্ঞা তাই বাজারের সাথে যুক্ত। যে সব মানুষের বাজারে একই অবস্থান থাকে এবং একই পুরস্কার লাভ করে তাদের একটি শ্রেণী বলা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর একই ধরনের জীবন সম্ভাবনা Life Chance থাকে।

শ্রেণীর সমকালীন চিন্তা

ভেবারের শ্রেণীর ধারণা থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা একটি গভীর অর্ন্তদৃষ্টি পেয়েছিলেন। বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হলে মানুষের প্রয়োজন নানা ধরনের দক্ষতা এবং গুণ। আধুনিক সমাজে শিক্ষাগত এবং পেশাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা জীবন সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় এবং উঁচু আয়ের সুযোগ করে দেয়। ফলে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণী বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেছেন পেশা, শিক্ষা এবং আয় অথবা শুধু মাত্র পেশা। পেশা সাধারণত: শিক্ষা এবং আয়কে প্রতিফলিত করে।

বৃটেনের শ্রেণীকাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখবো নিচের বিন্যাস।

উঁচু শ্রেণী Upper Class বৃটেনের ১ শতাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। বড় শিল্পপতি, বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক এবং অভিজাত শ্রেণী মিলে তৈরি হয়েছে এই শ্রেণী। এন্থনি গিডেন্সের মতে পুরনো মধ্য শ্রেণীতে পড়ে ছোট ব্যবসার মালিক, স্থানীয় দোকানের মালিক এবং ছোট কৃষক। এদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। উঁচু মধ্যশ্রেণীর Upper Middle Class এ অন্তর্ভূক্ত থাকে ব্যবস্থাপক শ্রেণী এবং পেশাজীবী লোক। নিচু মধ্যশ্রেণীতে রয়েছে সাধারণত: অফিস কর্মচারী দোকান কর্মচারী, শিক্ষক, নার্স প্রভৃতি অকায়িক শ্রমজীবী লোক। ২০০১ সালে বৃটেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক– ৫১ শতাংশ মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণী

নিয়মিতভাবে কায়িকশ্রমের মাধ্যমে যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে শ্রমিক শ্রেণী। উঁচু শ্রমিক শ্রেণী Upper Working Class গড়ে উঠে দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে। তাদের

আয় বেশি এবং চাকুরির নিরাপত্তা রয়েছে। নিচু শ্রমিক শ্রেণীতে রয়েছে অদক্ষ এবং আধাদক্ষ কর্মজীবীরা যাদের আয় কম এবং কাজের নিরাপত্তা কম।